Press Release ২৩/৭/২০১৭

অস্ট্রেলিয়ার ৩ শহরে আইসিএসএফ এর বাংলাদেশ গণহত্যা নিয়ে শিক্ষামূলক ও নাগরিক কার্যক্রম

ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস স্ট্র্যাটেজি ফোরামের (আইসিএসএফ) চার সদস্য ড. আহমেদ জিয়াউদ্দিন, ড. রায়হান রশিদ, এম. সানজীব হোসেন এবং ব্যারিস্টার শাহ্ আলী ফরহাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি টিম জুলাইয়ের ৯ থেকে ১৩ তারিখ অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব জেনোসাইড স্কলারসের (আইএজিএস) ১৩তম সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। গণহত্যা বিষয়ে এটি বিশ্বের বৃহত্তম ও সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সম্মেলন।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গণহত্যার উপলব্ধি ও স্বীকৃতি বিষয়ে আইসিএসএফ-এর এম সানজীব হোসেন এবং ড. রায়হান রশিদের একটি প্যানেল সেখানে দুইটি পৃথক প্রবন্ধ উপস্থাপন করে। এম সানজীব হোসেনের প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল "গণহত্যা উপলব্ধিঃ বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের অবদান" (Understanding 'Genocide': Contribution of the International Crimes Tribunals of Bangladesh) এবং ড. রায়হান রশিদের প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল "জাতিসংঘের কাঠামোতে 'গণহত্যার স্বীকৃতি'ঃ অর্থ, উদ্দেশ্য এবং ফলাফল" ('Genocide Recognition' within the Framework of the UN: Meaning, Purpose, and Consequences)। স্বতন্ত্র এই প্যানেলটির সভাপতিত্ব করেন ড. আহমেদ জিয়াউদ্দিন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য প্রবন্ধ উপস্থাপনের পাশাপাশি #গণহত্যা১৯৭১স্বীকৃতি (#Recognise1971Genocide) ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে এই পাঁচ দিনে আইসিএসএফ প্রায় ২০০ সমমনা গণহত্যা গবেষক ও কর্মীদের সাথে বিস্তৃত কর্মসূচীতে নিযুক্ত হয়। সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষকদের মাঝে বাংলাদেশের গণহত্যা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি-বিডি) এবং স্বীকৃতি-ক্যাম্পেইনের কিছু প্রচারণা সামগ্রী নিয়ে আইসিএসএফ-এর তৈরি করা ৩০০ ফোল্ডার বিতরণ করা হয়।

১৯৭১ সালের বাংলাদেশ গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির সমর্থনে বিশ্বের নানা দেশ থেকে আসা গবেষক, শিক্ষক এবং বিশেষজ্ঞদের থেকে সমর্থনসূচক ভিডিও বার্তাও সংগ্রহ করা হয়। সম্মেলনের পুরো সময় জুড়ে আগ্রহীদের সাথে সহযোগিতামূলক প্রকল্প গড়ে তোলার নতুন উপায় অনুসন্ধান করে গেছে আইসিএসএফ।

একাত্তরের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ক্যাম্পেইন আরো জোরদার করার লক্ষ্যে ব্রিসবেনের প্রবাসী বাংলাদেশী ও অস্ট্রেলীয়-বাংলাদেশীদের এতে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে আইসিএসএফ-এর প্রতিনিধিরা একটি ব্রিফিং ও প্রশ্নোত্তর পর্বেও অংশগ্রহণ করেন। সেখানে আইসিএসএফ-এর তৈরি "১৯৭১ঃ এ ক্রিড ফর জাস্টিস" শিরোনামের একটি প্রামাণ্য-চিত্রও প্রদর্শন করা হয়। যৌথভাবে এই সভাটির আয়োজন করেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ইন বিসবেন, ব্রিসবেন বাংলা রেডিও এবং ব্রিসবেন বাংলা স্কুল।

1 Fondant Court, Payne Road, London E32SP, United Kingdom
Email: info@icsforum.org, Phone:+44 7962027565

একই সফরের অংশ হিসেবে আইসিএসএফ সদস্যবৃন্দ অস্ট্রেলিয়ার অন্যান্য শহরেও উপস্থিত হয়েছেন। জুলাইয়ের ১৭ তারিখে সিডনির ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বাংলাদেশ স্টাডিজ সার্কেল' আয়োজিত 'আন্তর্জাতিক অপরাধের রাষ্ট্রীয় বিচারঃ বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের উদাহরণ' (National Prosecution of International Crimes: The Example of International Crimes Tribunal Bangladesh) শিরোনামের এক সেমিনারে আইসিএসএফ-এর দুই সদস্য অংশগ্রহণ করেন। সেখানে ড. রায়হান রশিদ 'বাংলাদেশের গণহত্যার স্বীকৃতি' ('Recognition of Bangladesh Genocide) বিষয়টি তুলে ধরেন এবং ড. আহমেদ জিয়াউদ্দিন 'এশীয় প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের গণহত্যা' ('Bangladesh Genocide in the Asian Context) নিয়ে কথা বলেন। প্রবন্ধ ও উপস্থাপনার পর প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে আইসিএসএফ-এর সদস্যদের পাশাপাশি বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক এম. রফিকুল ইসলাম (ম্যাকোয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়), ড. মাসুদুল হক (আহ্বায়ক, বাংলাদেশ স্টাডিজ সার্কেল), প্রফেসর স্টিভেন ফ্রিল্যান্ড (ডীন, আইন অনুষদ, ওয়েস্টার্ন সিডনি ইউনিভার্সিটি), কাজী ইমতিয়াজ হোসেন (অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও ফিজিতে নিযুক্ত বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূত), সিরাজুল হক, আহমেদ আবদুর রাজ্জাক খান।

জুলাইয়ের ১৯ তারিখে ক্যানবেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গণহত্যা এবং মানবতা' (Genocide and Humanity) শীর্ষক এক আলোচনা সভায় 'বাংলাদেশ গণহত্যার স্বীকৃতিঃ কৌশলগত বিবেচনা' (Global Recognition of Bangladesh Genocide: Strategic Considerations) বিষয়ে বক্তব্য তুলে ধরেন ড. রায়হান রশিদ । ক্যানবেরা ও সিডনি – এই দুই শহরেই আইসিএসএফ-এর সদস্যরা প্রবাসী বাংলাদেশী এবং অস্ট্রেলীয়-বাংলাদেশীদের সাথে যোগাযোগে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৭১ সালের বাংলাদেশ গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের ক্যাম্পেইনে যথাযথ সমর্থন প্রদান এবং এতে সক্রিয়ভাবে সামিল হবার আগ্রহ প্রদর্শন করার জন্য অস্ট্রেলিয়ার এই তিন শহরের প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রতি আইসিএসএফ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।